ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রথমবার গোয়েন্দা চরিত্রে আলিয়া ভাট

পৃঃ ৫

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর প্রসঙ্গে যা বললেন রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০২ ● কলকাতা ● ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৫ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসরণ করে

অবশেষে বাংলাদেশে সমস্ত চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসরণ করে অবশেষে বাংলাদেশে সমস্ত চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। সোমবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির অনুমোদন দিয়েছিলেন। এর পর মঙ্গলবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়।সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে হাসিনা বলেন, "২০১৩ থেকে ১৫ সালের সেই অগ্নিসন্ত্রাস কেউ ভুলে যায়নি। হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ তখন নষ্ট হয়েছে। এবার ছেলেমেয়েরা কোটা চায় না তাই আমি বাতিল করে দিয়েছি। মুক্তিযোদ্ধারা মামলা করেছে বলে সেটি পুনর্বহাল হয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আপিল করেছিলাম। আমি বলেছি যে, কেউ হতাশ হবেন না। তার পরও তারা সারা বাংলাদেশ অচল করে রেখেছে। তার পরও তাদের কেউ কিছু বলেনি। ২০০৭-০৮-এর বাংলাদেশের দিকে তাকান, ভেবে দেখুন তখন ব্যবসায়ীদের কী অবস্থা ছিল। কেউ ছিল জেলে আর কেউ ছিল বিতাড়িত। সেই অবস্থা থেকে দেশটাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি। রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশকে আমরা একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে এসেছি। আজকে মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, পণ্যের বিশাল বাজার

এরপর ৩ পাতায়

পুলিশের বিরুদ্ধে এবার অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পুলিশের বিরুদ্ধে এবার অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। এবার এই জন্যই একটি নতুন কমিটি তৈরি করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এই কমিটির শীর্ষে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়।নবান্ন সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে জেলা একাধিক থানার একাংশ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ এসে পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এরপরই এ ব্যাপারে এবার কমিটি গড়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। উদ্দেশ্য একটাই, মানুষ যেন পুলিশি হয়রানির শিকার না হন।সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। এই কমিটির কাছে সাধারণ মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

এরপর ৩ পাতায়

সরকার পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে

জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভার বাজেট অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতার সময়েই সরকার পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি এতটাই দূর পর্যন্ত যায় যে, বক্তৃতা থামিয়ে অভিষেক বলে বসেন, সরকার পক্ষের সাংসদেরা ক্ষমা না-চাওয়া পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা শুরু করবেন না। স্পিকার অবশ্য তাঁকে সে জন্য মৃদু সতর্কীকরণও শোনান। লোকসভায় ভাষণের শেষের দিকে অভিষেকের মুখে শোনা যায় শাহরুখ খানের ছবি 'পাঠান'-এর সংলাপও। তিনি বলেন, 'কুর্সি কি পেটি বান্ধ লিজিয়ে, মওসম বিগারনেওয়ালা হ্যায়!' যার বাংলা তর্জমা করলে হয়, 'আবহাওয়া খারাপ হতে চলেছে। নিজের সিট-বেল্ট ভাল করে বেঁধে নিন।' পরে অভিষেকের বক্তব্যের এই অংশ এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্টও করেছে তৃণমূল। পরে উভয় পক্ষের বক্তব্যই সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ায় আবার বক্তৃতা শুরু করেন অভিষেক। ঘটনার সূত্রপাত অভিষেক বক্তৃতা শুরু করার বেশ কিছু ক্ষণ পরে। প্রথম থেকেই মোদী সরকারের বাজেট নিয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০/০৭/২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com -এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

মমতার নির্দেশে মন্ত্রী বেচারামের

হস্তক্ষেপে আলু ব্যবসায়ীদের মিলল সমস্যার সমাধান

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে আলুর দাম নিয়েও আলোচনা হয়। গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং কৃষি বিপণণমন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে উদ্যোগী হতে বলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা পতিতপাবন দে বলেন, ব্যবসায়ীরা কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন। আমরা সরকারকে আলু দিয়ে সাহায্য করব। ভিনরাজ্যে পাঠাতে হয়। আলু একটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলুর দাম বেশি থাকলে চাষিরা কিছু টাকা পায়। আলু যাতে ন্যায্য মূল্যে সাধারণ মানুষ পান তার দিকে খেয়াল রাখব।মমতার নির্দেশে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার হস্তক্ষেপে মিলল ব্যবসায়ীদের সমস্যার সমাধান সূত্র। আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার।বুধবার মধ্য রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে হিমঘর থেকে শুরু হবে আলু সরবরাহ। তার ফলে বৃহস্পতিবার থেকে বাজারে আলুর জোগানের ঘাটতি স্বাভাবিক হবে বলেই আশা। চন্দ্রমুখী আলু বিকোচ্ছে ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা কেজিতে। জ্যোতি আলুর দর দাঁড়িয়েছে কেজিতে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। এমতাবস্থায় সরকারের সঙ্গে আলু ব্যবসায়ীদের বৈঠক সদর্থক হয়েছে বলে দাবি করেছেন বেচারাম মান্না।

বেচারাম এ দিন বলেন,'বিভিন্ন বাজারে হিমঘর থেকে ২৬ টাকা দরে আলু পাঠানো হবে। জোগান সংকট মোকাবিলায় ৪৯৩টি সুফল বাংলা কাউন্টার খোলা আছে। আলু ব্যবসায়ীরা কথা রাখলে ৩০ টাকার নীচে আলু খাওয়াতে পারব রাজ্যবাসীকে।

সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে রাজ্যভাগের

চক্রান্ত করার অভিযোগ আনল শাসকদল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে রাজ্যভাগের চক্রান্ত করার অভিযোগ আনল শাসকদল তৃণমূল। বুধবার তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় এক ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করে এই দাবি করেছেন। উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন বালুরঘাটের দু'বারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত।শুধু রাজ্যভাগের অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হননি সুখেন্দুশেখর। তিনি বলেছেন, "যদি ওঁর (সুকান্ত) ওই কথা মেনে নিতে হয়, তা হলে ভারতবর্ষের সরকারকে প্রথমে মেনে নিতে হবে যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, এই সমস্ত রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে নতুন রাজ্যের দাবি আছে। সেই দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পড়ে রয়েছে। মোট ৪০টি নতুন রাজ্যের দাবি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। যে ৪০টি নতুন রাজ্যের দাবি রয়েছে, আগে ওরা সেইগুলি নিয়ে বিবেচনা করুন। পরে বাংলা নিয়ে ভাববেন।" তৃণমূলের এমন দাবির পাল্টা সুকান্ত বলেছেন, "আমি আদৌ রাজ্য ভাগের কথা বলিনি। আমি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে এটা ভেবেছি। এতে রাজ্যের ভাল চাইলে সরকারের দ্বিমত থাকার কোনও কারণ নেই।" প্রসঙ্গত, এ বারের লোকসভা ভোটে দ্বিতীয়বার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর সুকান্তকে তাঁর তৃতীয় বারের সরকারে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জোড়া মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে বালুরঘাটের এই বিজেপি সাংসদকে। সেই মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পরেই উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে তাঁর মন্ত্রকের অধীনে আনার আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। আর তাঁর এমন প্রস্তাব দেওয়াকে রাজ্যভাগের চক্রান্ত বলে আক্রমণ করেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল।বুধবার বিষয়টি নিয়ে একটি প্রস্তাব তিনি জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে। সেখানে বাংলার উত্তরাংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অনেক মিল রয়েছে দাবি করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হবে বলেও লিখেছেন সুকান্ত। সেই আবেদনের কথা প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। সেখানে বিজেপি সভাপতির

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি বাসে গাঁজা পাচার,

বীরভূম থেকে আটক তিন মহিলা

সিউড়ি: নিউজ সারাদিন : সরকারি বাসে গাঁজা পাচার! বীরভূম থেকে আটক তিন মহিলা। বুধবার জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। তবে এই প্রথম নয়, গত ছমাসে সিউড়ি থেকে বেশ কয়েকবার নানা ধরনের নেশার দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। যা দেখে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে সিউড়ি কি মাদক পাচারের সেফ করিডোর হয়ে উঠছে?প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে রাজস্থানের আজমেঢ় থেকে আনার সময় গত সপ্তাহে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে সরকারি বাস থেকেই একইভাবে গ্রেপ্তার হয় ২ জন। যারা মুর্শিদাবাদের লালগোলার বাসিন্দা। শামিম শেখ ও হান্নান আলি। তাদের কাছেথেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া হেরোইন প্রায় ১ কোটি টাকা। একইভাবে গত মার্চে সিউড়ি স্টেশনে তিন মহিলার কাছ থেকে ট্রলি ভর্তি গাঁজা উদ্ধার হয়।বীরভূমের মহম্মদ বাজারে সরকারি বাস থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬৫ কিলো গাঁজা। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজার বাজার দর প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। আটক করা হয়েছে তিনজন মহিলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসে লুকিয়ে গাঁজা দুর্গাপুর থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মহম্মদ বাজারের রায়পুর গ্রামের কাছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসটিকে দাঁড় করায় পুলিশ এবং ডিসট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সদস্যরা। ডিইবি ডিএসপি স্বপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। এর পর সেখান থেকে উদ্ধার হয় গাঁজা। কী উদ্দেশ্যে কার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে তিন মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রাজ্যপালকে ভর্ৎসনা মমতার বিধানসভায় শপথ নিলেন চার বিধায়ক, অনুপস্থিত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় শপথ নিলেন নবনির্বাচিত চার বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যাণী, সুস্তি পাণ্ডে এবং মধুপর্ণা ঠাকুর।মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট অভিযোগ, রাজ্যপালের কারণেই নতুন বিধায়কদের এক মাস সময় নষ্ট হয়েছে। তাঁর ভাষায়, "দুই বিধায়ক রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে বিধানসভায় শপথ নিতে চেয়েছিলেন। দু'পা দূরে রাজভবন থেকে বিধানসভায় আসতে পারেননি? শুধু দিল্লি গিয়ে বসে রয়েছেন। স্পিকার রাজ্যপালকে ২৭ জুন আবার চিঠি দিয়ে আবেদন জানান। এক মাস এক দিন পর শপথ নিয়েছেন চার জন। তাঁদের একটা মাস নষ্ট হয়ে গেল। রাজ্যপাল ডেপুটি স্পিকারকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার অক্ষমতা জানিয়ে স্পিকারকে শপথগ্রহণ করাতে বলেছেন। তাতে ভুল কোথায়? স্পিকারের উপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার শপথগ্রহণ করাতে চাননি। অধিবেশনে রেকর্ডেড রয়েছে। সাধারণত রাজ্যপাল স্পিকারকে শপথের দায়িত্ব দেন।" সংবিধানে শপথগ্রহণ নিয়ে কী রয়েছে, তা বিধানসভায় পড়েও শোনান মমতা। মমতা জানিয়ে দেন, "আইন মেনেই চার বিধায়ক শপথ নিয়েছেন। এটা ভারত ও বাংলার ইতিহাসে নজির হয়ে রইল। একনায়কতন্ত্র করে আটকানো যাবে না।" এদিন স্পিকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা। তিনি এ-ও জানান, অধিবেশন চালাতে তাঁকে অনেক চাপ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভায় ৫০ শতাংশ মহিলা ও ৫০ শতাংশ পুরুষ সদস্য রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্পিকার মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেন।অন্যদিকে দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেনের দীর্ঘ অপেক্ষার পর শপথগ্রহণ মিটলেও, এই প্রসঙ্গে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত এখনও অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে এদিনের বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নাম না করেই রাজ্যপালকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাষী মমতা, "লাইনে থেকে কথা বলুন।" উল্লেখ্য, এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল বিজেপির পরিষদীয় দল। তাঁদের দাবি, সংবিধান মেনে শপথ হচ্ছে না। তাই শপথগ্রহণের সময় থাকছে না তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও সেই দাবি উড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, সংবিধান মেনেই শপথগ্রহণ হচ্ছে। এটা ভারত এবং বাংলার ইতিহাসে নজির হয়ে রইল বলেও জানিয়েছেন তিনি। সংবিধানে শপথগ্রহণ নিয়ে কী রয়েছে, তা বিধানসভায় পড়েও শোনান মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেনের মতো মুকুটমণি, কৃষ্ণ, সুস্তি এবং মধুপর্ণার শপথগ্রহণ নিয়েও রাজভবনের সঙ্গে টানাপড়েন শুরু হয় বিধানসভার। তার মাঝেই সোমবার, বিধানসভায় অধিবেশন শুরুর দিন স্পিকার জানিয়ে দেন, মঙ্গলবারই রীতি মেনে শপথ নেবেন নতুন চার বিধায়ক। বিধানসভা সূত্রে খবর, সোমবারও রাজভবন থেকে কোনও ইতিবাচক জবাব না-পাওয়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিরোধী দল বিজেপি দাবি করে, সংবিধান মেনে শপথগ্রহণ হচ্ছে না। সেই দাবি উড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, পাঁচটি ধারা মেনেই স্পিকার শপথগ্রহণ করিয়েছেন বিধায়কদের। মমতার কথায়, "পাঁচ ধারাকে হাতিয়ার করে স্পিকার শপথগ্রহণ করিয়েছেন। আমি সাত বারের সাংসদ। তিন বারের বিধায়ক। আমাদের সংবিধান যেমন রয়েছে, কনভেনশনও আছে। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এই দু'য়ের মেলবন্ধনের নজির ভারতে রয়েছে।" এরপর জনাদেশের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্তব্য, লোকসভা ভোটে এনডিএ-র ৪৬ শতাংশ ভোট। ইন্ডিয়া ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। মানুষের জনাদেশ স্পষ্ট। সেই সঙ্গে ভোটদাতাদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।এর আগে সায়ন্তিকা এবং রেয়াতের শপথগ্রহণ নিয়ে যে জট তৈরি

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে

সাইকেলে চেপে জনসংযোগ পার্থর

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : টার্গেট ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। আর তার জন্য চাই ব্যাপক জনসংযোগ। একুশে জুলাই মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন দলের প্রত্যেক স্তরের নেতৃত্ব প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চেপে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনসংযোগ করবেন। তার এই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে এদিন সকাল থেকেই টাকা গাছ রাজারহাট অঞ্চলের একাধিক গ্রামে পৌঁছে যান রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তাও আবার সাইকেলে। কথা বলেন স্থানীয়দের সাথে, পৌঁছে যান পুরাতন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মীর মহিরুদ্দিনের বাড়িতে। কথা হয় তার সাথেও। এলাকার সাধারণ মানুষদের সাথে নিয়ে এই জনসংযোগ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আলাদা মাত্রা এনে দেবে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জনসংযোগ শেষে পার্থপ্রতিম রায় জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশক্রমে সাইকেলে চেপে জনসংযোগ শুরু করা হয়েছে। তিনি হয়তো রোজ জনসংযোগ করতে পারবেন না কিন্তু যখনই সময় পাবেন জেলার বিভিন্ন গ্রামে সাধারণ মানুষদের সাথে এভাবেই হয় পায়ে যেতে নয়তো সাইকেলে চেপে জনসংযোগ করবেন। আর এই জনসংযোগ আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের ৯এ ৯টি আসন জয় লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় জনসংযোগের উপর জোর দিয়ে আসছেন। নেত্রী যখন একটি বার্তা দিয়েছেন সেই বার্তা কে মান্যতা দেওয়া কর্তব্য। তাই এই জনসংযোগের নতুন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের পাঁচটি লোকসভা

কেন্দ্রের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে

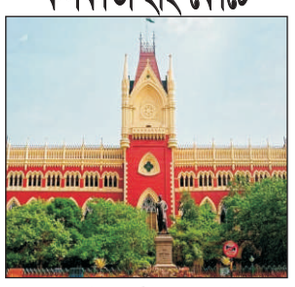

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছেন ওই পাঁচ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। কেন্দ্রগুলিতে ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচন বাতিলের আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের ফল ঘোষণার ৪৫ দিনের মধ্যে ইলেকশন পিটিশন দাখিল করতে হয়। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। এর পর আর কোনও প্রার্থী নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করতে পারবেন না আদালতে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, ঘাটাল-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে বিজেপি। ভোটপ্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি জানিয়েছিলেন, এই চার লোকসভা আসনের প্রার্থী কলকাতা হাই কোর্টে ইলেকশন পিটিশন করতে চলেছেন। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে পাঁচ প্রার্থী হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের মামলা কোন বেঞ্চে উঠবে, তা স্থির হল। তবে এখনও শুনানির দিন স্থির হয়নি।এই পাঁচটি মামলা কলকাতা হাই কোর্টের পাঁচ জন পৃথক বিচারপতির বেঞ্চে পাঠানো হল। বুধবার মামলাগুলির বেঞ্চ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

ভোটগ্রহণের দিন থেকেই এই পাঁচ কেন্দ্রে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। প্রার্থীরা প্রথম থেকেই জানিয়েছিলেন, তাঁরা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাবেন। কারণ যে ভাবে নির্বাচন হয়েছে, তা তাঁরা

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

সরকার পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নথিপত্র নিয়ে তৈরি হয়েই তিনি এসেছিলেন লোকসভায়। সেই নথি থেকে তথ্য তুলে ধরে ধরে অভিষেক আক্রমণ করতে থাকেন ২৪ ঘণ্টা আগে পেশ-করা নির্মলা সীতারামনের বাজেটকে। কেন্দ্রীয় বাজেটে 'বৈষম্য' করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। অভিষেক বক্তৃতা করার সময় অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন দিলীপ শইকিয়া। তৃণমূল সাংসদ অভিযোগ করেন, মোদী সরকার দেশের জনগণের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক টেনে আনেন এক সাংসদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, "এই সংসদের এক সদস্য যেমন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন!" ওই বক্তব্য নিয়ে অধ্যক্ষের আসন থেকে প্রথমেই আপত্তি জানান দিলীপ। তিনি বলেন, "যিনি এই সংসদের সদস্য নন (সংশ্লিষ্ট সাংসদের স্ত্রী), তাঁকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না।" তার পরেই বিজেপি সাংসদেরা আপত্তি জানাতে শুরু করেন। বিজেপি সাংসদেরা কিছু 'কুরুচিকর' মন্তব্য করেন বলেও অভিযোগ। পরে তৃণমূলের সাংসদেরা জানান, সরকার পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল। লোকসভার ভিতরে মমতা সম্পর্কে ওই মন্তব্য আসার পরেই পাল্টা রে-রে করে ওঠেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, সায়নী ঘোষেরা। দু'পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অধ্যক্ষের আসনে ফিরে আসেন ওম বিড়লা। দু'পক্ষকে তিনি থামানোর চেষ্টা করলে অভিষেক বলেন, অধ্যক্ষ সরকার পক্ষের সাংসদদের ক্ষমা চাইতে বলুন! নচেৎ তিনি বক্তৃতা শুরু করবেন না। অধ্যক্ষ তৃণমূল সাংসদকে বলেন, তিনি অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন না! তবে তিনি সরকার পক্ষের ওই 'বিতর্কিত' বক্তব্য সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত, অভিষেকের আগের বক্তব্য আগেই দিলীপ শইকিয়ার হস্তক্ষেপে সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ গিয়েছিল।কি সময়টা অভিষেক মোদী সরকারের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা আক্রমণ করেন। প্রথমেই তিনি বলেন, "আমি সেই ভাষাতেই কথা বলব, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বোঝেন।" বাজেটের ইংরেজি বানানকে ভেঙে মোদীকে আক্রমণ করেন অভিষেক। ইংরেজি 'বাজেট' শব্দটিকে ভেঙে ভেঙে অভিষেক বলেন, ''বি মানে বিট্রে (বিশ্বাসঘাতকতা), ইউ মানে আনএমপ্লয়মেন্ট (বেকারত্ব), ডি মানে ডিপ্রাইভ (বঞ্চনা), জি মানে (গ্যারান্টি), ই মানে একসেনট্রিক (উদ্ভট) এবং টি মানে ট্র্যাজেডি (দুঃখজনক)।" প্রতিটি ক্ষেত্রে উদাহরণও দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''মোদী সরকার দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি 'অচ্ছে দিনে'র কথা বলেছিল। কিন্তু কিছুই ভাল হয়নি।" ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের কথায় উঠে এসেছে মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গও। পাশাপাশিই তিনি মোদীকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ''শরিকদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে মোদী সরকারকে। শরিকদের সন্তুষ্ট করতে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।"ঘটনাচক্রে, অভিষেক মঙ্গলবারেই বাজেট পেশের পরে তার কড়া নিন্দা করেছিলেন সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে। বুধবার লোকসভায় ঠিক সেখান থেকেই তিনি তাঁর আক্রমণ শুরু করেন। মঙ্গলবারের মতোই শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে অভিষেক মোদী সরকারকে আক্রমণ করেন। বলেন, এই বাজেট শুভেন্দুর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশের বদলে যো হমারে সাথ, হম উনকে সাথ' বক্তব্যকেই প্রমাণ করেছে। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের 'বঞ্চনা'র কথাও বলেছেন রাজ্যের শাসকদলের অন্যতম শীর্ষনেতা। তাঁর কথায়, "২০২১ সালে বাংলায় বিজেপি ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকে কেন্দ্র কোনও প্রকল্পে একটা টাকাও দেয়নি।" আবাস যোজনা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদাহরণ দেন অভিষেক। জিএসটি, নোটবন্দির কথাও বলেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বলেন, "বাংলাকে ক'টাকা দেওয়া হয়েছে, তা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বলুন।" তৃণমূলের সেনাপতির কথায়, "কালো টাকা ফিরবে বলে দাবি করে নোটবন্দি চালু করেছিল মোদী সরকার। কিন্তু আদৌ তা বাস্তবায়িত হয়নি।" ২০১৬ সালের কলকাতার পোস্তা উড়ালপুল ভেঙে পড়ার ঘটনার উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কলকাতার একটি সেতু ভেঙে পড়া নিয়ে বলেছিলেন, 'অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড'। কিন্তু গুজরাতের মোরাবি সেতু বিপর্যয়, একাধিক রেল দুর্ঘটনাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেগুলোকে কী বলবেন মোদী?" মনে করিয়ে দেন, "এ বারের বাজেটে রেলের সুরক্ষা, কবচ এ সব বিষয় নিয়ে কোনও কথার উল্লেখ নেই।"

১-ম পাতার পর

পুলিশের বিরুদ্ধে এবার অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ

প্রসঙ্গত, পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তার যানজটের জন্য বহুক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ। টাকার বিনিময়ে ভারী গাড়িকে দিনের বেলা শহরে ঢুকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। কলকাতা থেকে জেলা, ট্রাফিক পুলিশ থেকে থানার পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। সম্প্রতি নবান্নের বৈঠক থেকে এ ব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পুলিশও চাঁদা নিতে পারবে না। গরিব হকারদের থেকে নেতা ও পুলিশকে চাঁদা তোলা বন্ধ করতে হবে। একইভাবে বহু ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও সামনে আসে। কোথাও বড়সড় অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে অভিযোগকারীকেই হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে। অনেক সময় আবার ছোট ঘটনায় পুলিশের অতি সক্রিয়তাও দেখা যায় বলে অভিযোগ। পর্যবেক্ষকদের মতে, পুলিশের ভূমিকা সঠিক হলে ভোটের বাক্সে যেমন তার সুফল পেয়ে থাকে শাসকদল, তেমনই পুলিশের ভূমিকা বিরূপ হলে শাসকদলের ভোট ব্যাঙ্কে বিরূপ প্রভাবও পড়ে।

১-ম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসরণ করে অবশেষে বাংলাদেশে সমস্ত চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার

সৃষ্টি হয়েছে, বিদেশে রপ্তানির জন্য বাজার উন্মুক্ত করা হয়েছে, ডিজিটাল সিস্টেমের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য সহজ হয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকার আসার আগে এসবের কিছুই ছিল না। এগুলো আমি করে দিয়েছি। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান যতদিন দেশ চালিয়েছে রোজই কারফিউ ছিল।"এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, "সরকার সর্বোচ্চ আদালতের রায় মেনে নিয়েছে। এই রায়ের কোনও কিছুই পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। রায় অমান্য করারও কোনও ইচ্ছা নেই আমাদের।" দেশের যোগাযোগ মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দেশের সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নবম থেকে বিংশতম গ্রেড পর্যন্ত সমস্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নতুন সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই ছাত্র আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় প্রভাব পড়েছে। শিল্প-কারখানাগুলো সরকারি নির্দেশে বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারী ও ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে দেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ী-সহ দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "জামাত-শিবির তো জঙ্গি সংগঠন। আর বিএনপির চেহারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছাত্র আন্দোলনে ঢুকে এরাই হিংসা ছড়িয়েছে। এদের এত সহজে ছাড় দেওয়া হবে না।"

ফের হামলা হতে পারে ট্রাম্পের ওপর,

সমাবেশ নিয়ে সতর্কবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পেনসিলভানিয়ার বাটলারে গত ১৩ জুলাই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বেথেল পার্কের ফেয়ার গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে অভিযুক্ত টমাস ক্রুকের ছোড়া গুলি ট্রাম্পের কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। ইউএস সিক্রেট সার্ভিস তাকে এখনই বাইরে কোনো সমাবেশে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এ ঘটনার পর সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান কিম চিটল পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের আগে কংগ্রেস কমিটির কাছে ছয় ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি স্বীকার করেন, ট্রাম্পের সমাবেশে হামলার ঘটনা তাদের একটি বড় ব্যর্থতা। পদত্যাগপত্রে চিটল উল্লেখ

এরপর ৪ পাতায়

সুন্দরবনে বাড়ছে বাঘের সংখ্যা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বাড়ছে বাঘের সংখ্যা। মঙ্গলবারই এই তথ্য দিয়েছেন খোদ বন রাষ্ট্রমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনেই রয়েছে ১০১টি বাঘ। তাছাড়া বক্সার জঙ্গলে আরও একটি বাঘের অস্তিত্ব মিলেছে। বিধানসভায় প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা বলেন, '২০১০-এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিল ৭৪ টি।এদিকে মঙ্গলবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বনমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, এলাকায় বাঁদর এবং হনুমানের উপদ্রব হয়েছে। সেই আক্রমণ রোধে সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না তা জানতে চান তিনি। এই প্রসঙ্গে বনমন্ত্রী বলেন, "বাঁদর ধরার জন্য জাল এবং খাঁচা রয়েছে। এবং যারা ধরেন তাঁরাও প্রশিক্ষিত।" এই প্রসঙ্গে ওই বিধায়ক প্রশ্ন করেন, যদি কেউ আক্রান্ত হন, তার জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছে সরকার। জবাবে মন্ত্রী বলেন, "বন্যপ্রাণীর আক্রমণে কেউ মারা গেলে তাঁর জন্য সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখেছে। তাছাড়া পরিবারের একজনের চাকরির বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।"২০১৪-এ এই সংখ্যা ছিল ৭৬। ২০১৮ সালে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৮৮। ২০২২ সালে সেই সংখ্যা

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

রাজ্যপালকে ভর্ৎসনা মমতার বিধানসভায় শপথ নিলেন চার বিধায়ক, অনুপস্থিত বিজেপি

হয়েছিল, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিধানসভায় জানিয়েছেন, ৪ জুন বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলঘোষণা হয়েছে। সায়ন্তিকা এবং রেয়াত বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৩ জুন বিধানসভা রাজভবনকে চিঠি পাঠিয়েছিল। ১৯ জুন রাজভবন থেকে একটি চিঠি আসে বিধানসভায়, যা শপথের বিষয়ে ছিল না। তিনি জানান, এর পরেই বিধানসভায় সংবিধান এবং কনভেনশনের মিশ্রণ হয়েছে।উল্লেখ্য, বিধানসভার স্পিকারের কাছ থেকে শপথবাক্য পাঠ করায় সোমবার দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেনকে চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন রাজ্যপাল। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের শপথ বৈধ নয়। কারণ, তিনি ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে শপথ নিতে বলেছিলেন। সায়ন্তিকা ও রেয়াতকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল এও বলেন যে, তাঁরা বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিলে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। রাজ্যপালের সেই পত্রবোমার পাল্টা বিস্ফোরণ ঘটে বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী সোজাসাপ্টা জবাব দিয়ে বলেন, "লাইনে থেকে কথা বলুন। আপনি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। আপনার বিরুদ্ধে কে জরিমানা দেবেন? ৫০০ টাকার ফাইন কেন চাই? টাকার খুব দরকার? না কি জলপানের জন্য টাকা লাগবে? আমরা জলপানের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" এরপরই মমতার সংযোজন, "নবাগত সদস্যেরা কী শিখবেন? বিধানসভায় পা রেখেই পেনাল্টি? এটা গণতন্ত্রে চলতে পারে না। স্পিকার যা করবেন, মেনে নেব। রাজভবন তো সিলেকটেড অর্থাৎ মনোনীত,বিধানসভা তো ইলেকটেড অর্থাৎ নির্বাচিত।" এমনকি কটাক্ষ করে আরও বলেন, "হেলাও নয়, ঢোঁড়াও নয়। নড়েও না, চড়েও না।"

২ পাতার পর

সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে রাজ্যভাগের চক্রান্ত করার অভিযোগ আনল শাসকদল তৃণমূল

বিরুদ্ধে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ ভাগের চক্রান্ত করার অভিযোগ এনেছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ।

সুখেন্দুশেখর বলেন, "আজ কেন্দ্রের একজন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার নাকি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে উত্তরবঙ্গের যে আটটি জেলা আছে, সেই আটটি জেলাকে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি মন্ত্রী হিসাবে যে শপথ নিয়েছিলেন সংবিধান মেনে চলবেন। এই দাবি সংবিধানের পরিপন্থী। কারণ উত্তরবঙ্গ বলে কোনও ভূখন্ড ভারতের মধ্যে নেই। যে আটটি জেলাকে বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ আসলে পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত আটটি জেলাকে কথার সুবিধার জন্য লোকে উত্তরবঙ্গ বলে থাকে। আসলে তা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্ত।" তিনি আরও বলেন, "আসলে ২০১১ সালে সিপিএমকে হটিয়ে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি নির্বাচনে, লোকসভা, বিধানসভা কিংবা পুরসভার ভোট হোক, ধারাবাহিক ভাবে জিতে চলেছেন। ওরা আধাসেনা পাঠিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেও, বাংলার মানুষের মন টলাতে পারল না। তখন রাজ্যকে ভাগ করার চক্রান্ত করছে।" ঘটনাচক্রে বুধবারই রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ কোচবিহারকে গ্রেটার কোচবিহার হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করার দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিক কারণেই অস্বস্তি বেড়েছে বঙ্গ বিজেপির।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২০২ সংখ্যা ২৫ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩১

বাজারে আলুর দাম

কমবে আস্বাস দিলেন মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ এবং আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত আলু ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। এ দিন হুগলির হরিপালে রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে সংগঠনের প্রতিনিধিদের বৈঠকের পরই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।এ দিন বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলু ব্যবসায়ীদের আলোচনার রাস্তা খোলা রয়েছে। হিমঘর থেকে ২৬ টাকা কিলো দরে পাইকারি ব্যবসায়ীরা আলু কিনবেন। খুচরো বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি তিরিশ টাকার নীচেই থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী। তবে কৃত্রিম ভাবে কেউ আলুর দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করলে সরকার ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বেচারাম মান্না।বৈঠকের শেষে মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামিকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে আলুর সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। খোলা বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি তিরিশ টাকার নীচে থাকবে বলেও দাবি করেছেন মন্ত্রী। এ দিনের বৈঠকে হিমঘর মালিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন আগেই বাজারে শাক সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে আলুর চড়া দাম নিয়েও সরব হন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, হিমঘরে ২৫ শতাংশ আলু রেখে বাকি আলু বাজারে ছাড়তে হবে। আগে রাজ্যবাসীর চাহিদা মিটিয়ে তার পরেই আলু ভিন রাজ্যে পাঠানো যাবে বলেও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পরই হিমঘর থেকে আলু বের করে চাপ দিতে শুরু করে প্রশাসন। আবার ভিন রাজ্যের আলু যাওয়া আটকাতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে শুরু হয় কড়াকড়ি। প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের প্রতিবাদেই ধর্মঘট ডাকে পাইকারি আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মূলত এই সংগঠনের সদস্যরাই হিমঘরে থাকা আলু কিনে ঝাড়াই বাছাই করার পর বস্তাবন্দি করে তা খুচরো বাজারে পাঠান। ফলে আলুর যোগান কার্যত বন্ধ হয়ে খোলা বাজারে আলুর দাম আরও বাড়তে শুরু করেছিল।

সম্পাদকীয়

বাংলার সঙ্গে উত্তমকুমারের গভীর সম্পর্ক

একটু খাওয়াদাওয়া করতে বলুন তো। একদম খায় না। দেখুন চেহারা কী হয়েছে!' সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীকে এই ভাষাতেই শাসন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার, ২৪ জুলাই, উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে উপলক্ষে আয়োজিত 'মহানায়ক সম্মান' মঞ্চে আরও বহু শিল্পীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নচিকেতা।প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, রুক্মিনী মৈত্র-- প্রমুখের হাতেও তুলে দেওয়া হয় সম্মান। চল্লিশ বছর ধরে টেলি ইন্ডাস্ট্রিতে অবদান রাখার জন্য প্রসেনজিৎকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রসেনজিৎ আমাদের গর্বের বাংলার উৎসারী। আমার ভালবাসা, শুভকামনা থাকবে ওর জন্য।'

এই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের তারিখ। ৪ থেকে ১১ ডিসেম্বর। গৌতম ঘোষকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কো-চেয়ারম্যান।তাঁকে এবং একাধিক অভিনেতা-শিল্পীকে মহানায়ক সম্মান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গেই নচিকেতার চেহারা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নচিকেতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'নচি! আমি ওকে বলি, নচি, নাচি নাচি! কারণ ওর ছন্দে গান নাচে। গানের সঙ্গে প্রাণের এত সুরধারা, প্লাবনের মতো শ্রাবণের ধারা বয়ে আনে। ওর গান আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা কিছুদিন আগে হারিয়েছি রশিদকে। রশিদ খুব ভাল গাইত, ওদের একটা টিম ছিল। নচিকেতাও দারুণ ক্লাসিক্যাল গায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে শুরু করে জয়ন্তী মঙ্গলা কালী-- সবরকম গানই গায়। আজও গাইবে। তাঁকে মহানায়ক সম্মান দিতে পেরে আমরা ধন্য। আমাদের অনেক ভালবাসা রইল নচিকেতার জন্য' এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী যত্নমেশানো শাসনের সুরে বলেন, 'একটু খাওয়াদাওয়া করতে বলুন তো। একদম খায় না। দেখুন চেহারা কী হয়েছে!' এর পরে তিনি বলেন, 'আমি ঠিকই খাই, আমি ইচ্ছে করে কমিয়েছি। কিন্তু ও এমন কমিয়েছে, তার কোনও তুলনাই চলে না। নিজেকে তো ভাল থাকতে হবে। আমি বলেছি, তুমি না খেলে বাড়িতে গিয়ে হানা দেব।'

নচিকেতা চক্রবর্তীর পাশাপাশি, অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের জন্যও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'শুভাশিসদার মতো শিল্পীকে সম্মান দিতে পেরে আমরা ধন্য। সেই পুরনো দিন থেকে বয়ে চলেছেন তিনি। শরীরে একটু নজর দিন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার শরীরটা মনে হয় ভাল নেই।'এদিন অনুষ্ঠান শুরুর সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবার এই দিনটি উত্তমকুমারকে উৎসর্গ করি। তিনি চিরনায়ক, চিরদিন বেঁচে থাকবেন সকলের হৃদয়ে। আমরা তাঁকে দেখতে পাইনি, কিন্তু তাঁর ছবি মায়ের সঙ্গে দেখতে যেতাম থ্রি-ফোরে পড়তে। চলচ্চিত্রে বাংলা গান হতো এত ভাল ভাল, সেই ধারাটা আজও ধরে রেখেছি। মহানায়কের সেই গান যখন আজও গাওয়া হয়, মনে হয় বাংলার অস্তিত্ব আজও ধরে রাখা গেছে। বাংলার সঙ্গে উত্তমকুমারের গভীর সম্পর্ক। নিজের অস্তিত্ব কখনও অস্বীকার করতে নেই। সেই শিকড় খুঁজতে আমরা সবসময় চেষ্টা করি।'এর পরেই শুরু হয় মহানায়ক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। তা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এতদিন কয়েকশো জনকে বিশেষ পুরস্কার দিয়েছি এই মঞ্চ থেকে। প্রায় সবাইকেই দেওয়া হয়ে গেছে, ২০১২ সাল থেকে। আর নতুন নামই খুঁজে পাওয়া যায় না।' তিনি উল্লেখ করেন, রচনা ও দেব এখনও আসতে পারেনি, সংসদ থেকে আসছেন তাঁরা।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, রুক্মিনী মৈত্র-- প্রমুখের হাতেও তুলে দেওয়া হয় সম্মান। চল্লিশ বছর ধরে টেলি ইন্ডাস্ট্রিতে অবদান রাখার জন্য প্রসেনজিৎকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রসেনজিৎ আমাদের গর্বের বাংলার উৎসারী। আমার ভালবাসা, শুভকামনা থাকবে ওর জন্য।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানব জীবন অনেকটা নিষ্ক্রিয় বস্তির বস্তুর মতন,পৃথিবীতে এই আছি আর এই নেই খেলার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে পাপ-পুণ্যের বিচার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সৎ নিষ্ঠা ও নির্ভীক মানুষের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। বরাবরই প্রাচ্য যুগের ইতিহাসে থেকে মধ্যযুগ এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস পর্যন্ত ভগবানের লীলাখেলা কথা কিছুটা বিভিন্ন চরিত্রে ঠাঁই পেয়েছে।বর্তমান কলি যুগে দাঁড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভগবানকে এযুগের মান্যতা দেয় না।তবে পাপীতাপী মানুষগুলো পাপ করার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে ডেকে পাপ ক্ষয় করার খেলায় ভক্তির দিয়ে শ্রদ্ধা যাপন করে।অন্যায় কাজে লিপ্ত মানুষগুলো ভয়ে ভক্তি আছে ভগবানের প্রতি এযুগের। কলিযুগের রীতি-রেওয়াজ পাল্টে গেছে কখন কি যে আমাদের দেখতে হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বলে মনে করছি না।সত্যি প্রতিষ্ঠা করে ,সত্যের প্রতীক হয়ে ভগবানকে ডাকছে তাদের উপর অবিচার চলছে যুগে। আর সে কারণেই কলিযুগে দেখতে হচ্ছে মিথ্যা র আকুতি। ভাদ্র মাসে প্রতিবছরে নিয়মিত কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হয়, এই কলিযুগে এবছরেই শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হলো।পৃথিবীতে সত্যি অচলের পথে নেমেছে যে আমাদের মত মানুষের পাপ পুণ্যের বিচার করছে ভগবান। তাই জন্য কি করো না ভাইরাসে সারা পৃথিবী আজ ধবংসলীলায় মেতে উঠেছে।সবি ঈশ্বর জানে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ,বর্তমান যুগতো কলি তাই।তবে কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে, আজ আমি আমার কলমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বর্তমানে জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী একটি হিন্দু উৎসব। এটি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ইত্যাদি। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয়, তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি বছর মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে পড়ে।আর যাইহোক এসব কথা লিখতে বসে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

রাজ্যের পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে

মানেন না। সেই অনুযায়ী ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস, আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগর, বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র এবং কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক হাই কোর্টে ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেন।বুধবার প্রধান বিচারপতি জানান, ডায়মন্ড হারবারের ইলেকশন পিটিশনের মামলা শুনবেন বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। কোচবিহারের মামলাটি শুনবেন বিচারপতি সুগত মজুমদার। ঘাটালের মামলাটি পাঠানো হয়েছে বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের বেঞ্চে। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও শুনবেন বসিরহাটের মামলা। এ ছাড়া, আরামবাগের মামলাটি পাঠানো হয়েছে বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে'র বেঞ্চে।

বসিরহাটে তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের কাছে বিজেপির রেখা তিন লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, হাজি নুরুলের হলফনামায় ত্রুটি ছিল। হলফনামায় 'নো ডিউজ সার্টিফিকেট' ছিল না। তাই তাঁর নির্বাচন বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছিলেন, "যে আইনে দেবাশিস ধরের (বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রাক্তন পুলিশকর্তা) মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, সেই একই আইনে হাজি নুরুলের মনোনয়নও বাতিল হওয়ার কথা।"কোচবিহারে তৃণমূলের জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার কাছে নিশীথ হেরেছিলেন প্রায় ৪০ হাজার ভোটে। ইলেকশন পিটিশন দায়ের করে নিশীথ জানান, কোচবিহারের ভোটে কারচুপি হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে শতাধিক ইভিএম বদল করা হয়েছে। এমনকি, কোচবিহারের ৮ শতাংশ বুথে দেদার ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন নিশীথ। তিনি আরও বলেছিলেন, সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে এক এক জন ভোটার একাধিক বার ভোট দিয়েছেন। ভোটের 'সঠিক' ফল জানতে যত দূর যাওয়া দরকার, তত দূর যাবেন তিনি।

আরামবাগে মাত্র ছ'হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ জিতে গিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী জানান, যে ভাবে ভোট হয়েছে, তা তিনি মানছেন না। একই দাবি ওঠে ঘাটালেও। সেখানে এক লক্ষ ৮০ হাজার ভোটে জিতেছেন তৃণমূলের দেব। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হিরণ ভোটের দিন থেকেই কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন। নির্বাচন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তিনিও।ডায়মন্ড হারবার থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়েছেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাত লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছেন তিনি। সেখানেও ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। প্রার্থী অভিজিৎ হাই কোর্টে ভোট বাতিল চেয়ে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন।

৩ পাতার পর

সুন্দরবনে বাড়ছে বাঘের সংখ্যা

১০১।" প্রসঙ্গত চার বছর অন্তর এই বাঘশুমারি হয়।

বাঘের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় খুশি পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে, বাঘের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র । তাই বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সব দিক থেকেই মঙ্গল । বাঘশুমারিতে বনকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও সাহায্য করেন। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে ক্যামেরা ট্র্যাপ বিশেষ কার্যকর হয় এই শুমারিতে। মন্ত্রী এদিন বলেন, "আমরা বাঘকে খাওয়ানোর জন্য মিষ্টি জল দিই। বাঘের গতিবিধির উপর ক্যামেরা বসানো রয়েছে।"

৩ পাতার পর

ফের হামলা হতে পারে ট্রাম্পের ওপর, সমাবেশ নিয়ে সতর্কবার্তা

করেন, আমাদের দেশের নেতাদের রক্ষা করার জন্য সংস্থাটি তার মিশন পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। চিঠিতে পেনসিলভানিয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, 'ভারী হৃদয়ে এজেন্সি ছেড়ে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

সিক্রেট সার্ভিসের সতর্কবাণীর পর ট্রাম্পের প্রচারণা টিম বাইরের সমাবেশের পরিকল্পনা স্থগিত করেছে। বর্তমানে তারা বাস্কেটবল অ্যারেনাসহ ঘেরা জায়গাগুলিতে সমাবেশের আয়োজন করতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দামামা বেজে ওঠার পর থেকেই ট্রাম্প শত শত সমাবেশ করেছেন, যা তার সমর্থকদের জন্য উৎসবের মতো হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্পের উপদেষ্টারা সিক্রেট সার্ভিসকে জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের পুনঃনির্বাচন প্রচারণা নিয়ে তারা বড় ইভেন্ট করার পরিকল্পনা করছেন এবং এর জন্য সুরক্ষা এবং সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। যদি ট্রাম্প এখন স্টেডিয়ামের মতো আরও নিরাপদ স্থানে সমাবেশ করেন, তাহলে সেটি আরও ব্যয়বহুল হবে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

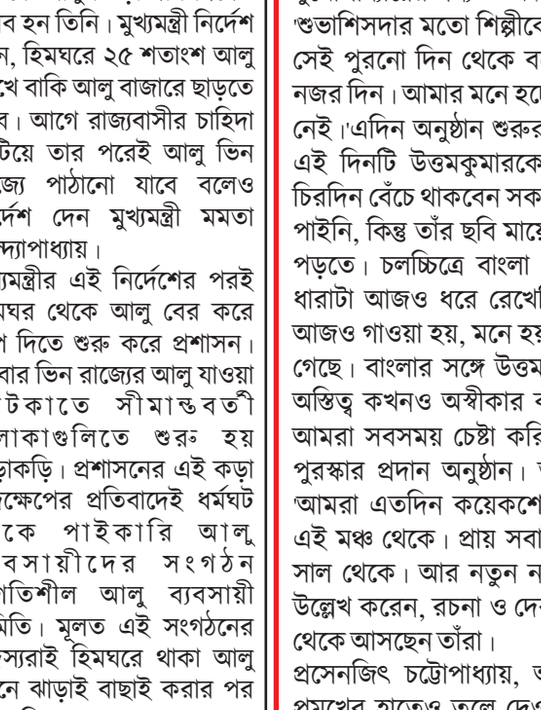

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারে ওই অঞ্চল থেকে মানুষ অন্যত্র চলে যায়। গড়ে ওঠে বনভূমি। সুন্দরবনের বয়স খুব বেশি নয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে দু'টি সুন্দর কষ্টিপাথরের মূর্তি পেয়েছে। এই মূর্তি দু'টি কলকাতার বিখ্যাত ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অভিমত হলো, এখন পশ্চিমবঙ্গের যেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন, একসময় সেখানে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

বর্তমান অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে পারি না - কবীর সুমন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তোলার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন শোবিজ অঙ্গন থেকে মিডিয়া পাড়ার অনেক তারকা। একে একে নিজেদের মতামত দিয়ে ভরে তুলছেন সামাজিকমাধ্যমের টাইমলাইন। বিষয়টি এখন শুধু দেশেই থেমে নেই, চলমান কোটা আন্দোলনে সহিংসতা নিয়ে মুখ খুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কবীর সুমন। তিনি চলমান আন্দোলনে সহিংসতা বন্ধে সব পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কবীর সুমন 'করজোড়ে সব পক্ষকে মিনতি করছি: অনুগ্রহ করে হিংসা-হানাহানি বন্ধ করুন। ঢাকা সরকারকে অনুরোধ করছি: বাংলা ভাষার কসম, শান্তি রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনাদের ছাত্রবাহিনী যেন হিংসার আশ্রয় না নেন।'

১৮ জুলাই নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা এক পোস্টে কবীর সুমন লিখেছেন, 'আমি ভারতের নাগরিক। বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী। তার বিষয়-আশয়ে নাক গলানোর অধিকার আমার নেই। সেটা করতে চাইও না। তবু বাংলাদেশের অনেকের কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তা ভুলে থাকতেও পারছি না। ভুলবই বা কেন?'

কবীর সুমন আরও লিখেছেন, 'ছবি দেখছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। একটু আগেই দেখলাম। মিছিল করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের "কারার ঐ লৌহকপাট/ভেঙে ফেল কর রে লোপাট"! মনে হচ্ছে গানটি এডিট করে বসানো হয়েছে ভিডিওর সঙ্গে। ঠিক কাজই করা হয়েছে। কত সময়ে দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আমার গানের লাইন লিখে দিয়েছেন দেওয়ালে। পশ্চিমবঙ্গে সে তুলনায় কিছুই দেখিনি। বলতে দ্বিধা নেই, মনে মনে আমি বাংলাদেশেরও নাগরিক।'

এই শিল্পী বলেন, 'আমার জীবনসায়াহ্ন কাটছে মাভাষায় খেয়াল রচনা করে, গেয়ে, শিখিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার আমার বাংলা খেয়ালকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যদিও তাঁদের পেটোয়া এক শিল্পী বাংলা খেয়াল নিয়ে এবং সেই সঙ্গে আমায় বিদ্রূপ করেছেন এবং এই রাজ্যের সরকারঘনিষ্ঠ একটি পত্রিকা সেই বিদ্রূপ ও মগজহীন উদ্ভট বক্তব্য ঘটা করে ছাপিয়েছেন আমার একটি ব্যঙ্গচিত্রসমেত।'

তিনি আরও লেখেন, 'আমার জীবনের সেরা কাজ এবং আমার জীবনসায়াহ্নের প্রধান কাজ বাংলা খেয়াল বাংলাদেশে চর্চা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের শিল্পী মরহুম আজাদ রহমান বেশ কিছু বাংলা খেয়াল রচনা করে গিয়েছেন বিভিন্ন রাগে। বাংলা ভাষা আর বাংলা খেয়ালের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে আমি বাঁধা ভালোবাসার বন্ধনে। গতবার ঢাকায় গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি, তা ভারতে পেয়েছি ক'বার?'

এই পর্যায়ে বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনে সহিংসতাকে ইঙ্গিত করে কবীর সুমন লেখেন, 'এহেন আমি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে পারি না। থেকেছি কয়েক দিন। আর পারছি না। কিন্তু অবস্থাটা যে ঠিক কী, কী কী কারণে যে এমন হলো এবং হচ্ছে, কারা যে এতে জড়িত তা-ও তো ঠিকমতো জানি না। তা-ও পঁচাত্তর উত্তীর্ণ এই বাংলাভাষী করজোড়ে সব পক্ষকে মিনতি করছি: অনুগ্রহ করে হিংসা-হানাহানি বন্ধ করুন। ঢাকা সরকারকে অনুরোধ করছি: বাংলা ভাষার কসম, শান্তি রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনাদের ছাত্রবাহিনী যেন হিংসার আশ্রয় না নেন। আর কী বলি! আমি তো সশরীরে যেতে পারছি না ঢাকায়। পারলে যেতাম। রাস্তায় বসে পড়ে সকলকে শান্তি রক্ষার জন্য আহ্বান করতাম।'

ফেসবুক পোস্টের শেষ দিকে সুমন লিখেন, 'হানাহানি বন্ধ হোক। বন্ধ হোক উল্টোপাল্টা কথা বলে দেওয়া। বাঁচুক বাংলাদেশ। বাঁচুন বাংলাদেশের সকলে। জয় বাংলাদেশ, জয় মুক্তিযুদ্ধ। জয় অসংখ্য বাংলাদেশির শাহাদাত ও অপূরণীয় ক্ষতিস্বীকার, জয় বীরাঙ্গনারা। জয় বাংলা ভাষা!'

উল্লেখ্য, ১৭ জুলাই কোটা সংস্কারের আন্দোলনে নিহত ৬ জনের গায়েবানা জানাজা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি)। এ সময় কফিন ছুঁয়ে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেন আন্দোলনকারীরা। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলা, খুনের প্রতিবাদ, খুনিদের বিচার, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত ও এক দফা দাবিতে ১৮ জুলাই সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকাসহ সারা দেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা পাচ্ছেন শাহরুখ খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। ছোট পর্দায় ফৌজি সিরিয়াল থেকে অভিনয় শুরু করা শাহরুখ এখন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করছেন। তিন দশকের বেশি সময় ধরে তিনি ভক্তদের হৃদয়ে কিং খান হিসেবে স্থায়ী হয়ে রয়েছেন। মাঝখানে ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কোনো সিনেমা হিট না হওয়ায় মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। ক্ষোভে দুঃখে অভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেও চেয়েছিলেন। তবে গত বছরে পরপর তিন ছবির অভাবনীয় সাফল্যের সুবাদে আবার চেনা ছন্দে ফিরে এসেছেন বলিউড বাদশা।

এসব খবর অনেকটাই পুরোনো। নতুন খবর হলো, বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ক্যারিয়ার অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হতে চলেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। ফেস্টিভ্যাল সাইট গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে পুরস্কারটি বলিউড সুপারস্টারের ভারতীয় সিনেমায় অসাধারণ ক্যারিয়ারের সম্মানে প্রদান করা হচ্ছে।

একটি বিবৃতিতে লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শৈল্পিক পরিচালক জিওনা এ. নাজারো বলেছেন, 'শাহরুখ খানের মতো জীবন্ত কিংবদন্তিকে লোকার্নোতে স্বাগত জানানো একটি স্বপ্ন পূরণ! ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার অবদান অভূতপূর্ব। শাহরুখ খান এমন একজন রাজা যিনি তাকে মুকুট তুলে দেওয়া দর্শকদের কাছ থেকে কখনোই হারাননি।

এ সাহসী শিল্পী সর্বদা নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছুক এবং বিশ্বজুড়ে তার ভক্তরা তার চলচ্চিত্রগুলো থেকে যা আশা করেন, তাদের আস্থা তিনি পূরণ করেন। তিনি একজন সত্যিকারের 'পিপলস হিরো', পরিশীলিত এবং ডাউন টু আর্থ। শাহরুখ খান আমাদের সময়ের কিংবদন্তি।'

১০ আগস্ট ওপেন-এয়ার ভেন্যু পিয়াজা গ্র্যান্ডে পুরস্কার গ্রহণ করবেন শাহরুখ খান। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত তার কালজয়ী সিনেমা 'দেবদাস' প্রদর্শিত হবে এ উৎসবে। শাহরুখ ১১ আগস্ট 'ফোরাম অ্যাট স্প্যাজিও সিনেমা'তে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারেও উপস্থিত থাকবেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালে 'ডর' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পরিচিতি পান শাহরুখ খান। ডর ছবির পরিচালক ছিলেন যশ চোপড়া এবং এ ছবিটি তৈরি হয়েছিল যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে। যেখানে শাহরুখ জুহি চাওলার প্রেমে পড়েন এবং তাকে সব সময় নজরে নজরে রাখেন। তাদের ভালোবাসা পেতে তারা নমনীয় মনোভাবের পথ অবলম্বন করে। জুহি সানি দেওলকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, শাহরুখের চরিত্রটি শেষ অবধি সম্পর্ক ভাঙার চেষ্টা করে। এ ছবিতে প্রথমবার অ্যান্টি-হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ।

প্রথমবার গোয়েন্দা চরিত্রে আলিয়া ভাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। গ্লোবাল স্টার হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন মহেশ ভাট কন্যা। কাজ করছেন হলিউডেও। করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' সিনেমা থেকেই পরিচিতি তার। এরপর 'হাইওয়ে' চলচ্চিত্রে কাজ করে নিজের জাত চেনাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি তাকে। সিনেমা নির্বাচনে তিনি বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়েছেন বারবার। সেই জায়গা থেকে আরও একটি নতুন সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন। শিরোনাম 'আলফা'। এখানে প্রথমবারের মতো তাকে গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, আদিত্য চোপড়ার হাত ধরেই গোয়েন্দা জগতে পা রাখছেন আলিয়া। অভিনেত্রীর সঙ্গী শর্বরী ওয়াঘ। এর আগে অবশ্য যশরাজের ব্যানারে মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা গেছে দীপিকা পাড়ুকোন এবং ক্যাটরিনা কাইফকে। সেখানে 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আইএসআই এজেন্ট জোয়ার ভূমিকায় নজর কেড়েছেন ক্যাটরিনা। অন্যদিকে 'পাঠান' ছবিতে শাহরুখের পাশে আইএসআই এজেন্ট রুবিনার চরিত্রে বাজিমাত করেছিলেন দীপিকা।

সম্প্রতি যশরাজের স্পাই ইউনিভার্সে যোগ দিয়েছেন কিয়ারা আদভানিও। তাকে হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআরের 'ওয়ার ২' ছবিতে দেখা যাবে মহিলা গোয়েন্দার ভূমিকায়। এবার আলিয়াও চলে এলেন একই চরিত্রে।

জানা গেছে, 'আলফা' নামের একটি ছবিতে গোয়েন্দা হয়ে ধরা দেবেন আলিয়া ভাট। যদিও ছবিটি কোনো নায়কনির্ভর গোয়েন্দা সিনেমা নয়, বরং মহিলা কেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্প; যেখানে মুখ্য চরিত্রেই থাকবেন আলিয়া। আগামী ১৫ জুলাই থেকে মুম্বাইতে শুরু হবে সিনেমার শুটিং।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল পোস্টার প্রকাশ্যে এনে সিনেমার নাম ঘোষণা করেন আলিয়া ভাট। সেখানে অভিনেত্রীর কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'গ্রিক অ্যালফাবেটের সবথেকে প্রথম অক্ষর আর আমাদের উদ্দেশ্য একই। ভালো করে দেখলে বুঝবেন, সব শহরেই একটা জঙ্গল রয়েছে, যেখানে আলফা রাজত্ব চলে। সবার আগে, সবথেকে প্রখর, সবথেকে বীর।'

এই ছবিতে হলিউডের 'হার্ট অব স্টোন' সিনেমার মতোই দুরন্ত অ্যাকশন সিকোয়েন্সে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। সিনেমার ঘোষণা শুনেই উত্তেজনায় ফুটছেন আলিয়া-অনুরাগীরা।

জাতীয় পুরস্কার থেকে শুরু করে একাধিক ফিল্মফেয়ার পেয়েছেন আলিয়া ভাট। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও পুরস্কৃত হয়েছেন এই অভিনেত্রী। তার ভক্ত-অনুরাগীদের কথা বলতে হলে-সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এই ছবি চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান সোশ্যাল মিডিয়ায় সব সময়ই বেশ সক্রিয়। অভিনেত্রী প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে তার ভক্তদের সঙ্গে জীবনের নানা ছোটখাটো বিষয় ভাগ করে নেন। সম্প্রতি অভিনেত্রী তার আসন্ন সিনেমা 'অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান' এর শুটিং শেষের পর একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা তুলে ধরেছেন।

অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন অভিনেত্রী। অবশেষে সেটার কাজ শেষ হলো। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সারাকে। সেই ছবির লুক সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। সঙ্গে ছবির নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাকে এই ছবিতে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

ছবিতে সারা আলি খানকে সবুজ পাড় সাদা শাড়ি পরে একটি রিকশায় বসে থাকতে দেখা যায়। অভিনেত্রী পোস্টটির ক্যাপশনে মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত একটি লাইন উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এমন ভাবে বাঁচো যেন এটাই তোমার শেষদিন। এমন ভাবে শেখো যেন তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে।' তারপর তিনি লেখেন, 'ধন্যবাদ কান্নান স্যার আমায় এই চরিত্রটির জন্য বাছার জন্য। এই চরিত্র যেন শক্তি, সম্ভ্রম এবং প্যাশনের আদর্শ মিশেল। এই ছবি চিরকাল আমার সঙ্গে থেকে যাবে।'

কান্নান আইয়ার পরিচালিত এই ছবিতে একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর চরিত্রে দেখা যাবে সারাকে। একটি সত্য ঘটনার ওপর নির্ভর করে বানানো হয়েছে ছবিটি। ছবির গল্পে উঠে আসবে এক কলেজ ছাত্রীর জীবনের গল্প। কলেজে পড়াকালীন সে কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে, সাধারণ এক কলেজপড়ুয়া থেকে কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে ওঠেন সেই গল্পই এখানে দেখা যাবে। গল্পের প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৯৪২ সাল। অর্থাৎ যখন গোটা দেশ ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে উত্তাল সেই সময়। সারার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে সাহসিকতা, দেশাত্মবোধ এবং ত্যাগের গল্প। তবে এই ছবি বড়পর্দায় নয়, মুক্তি পাবে ওয়েব মাধ্যমে। অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে এই ছবি।

সারা আলি খানকে শেষ 'গ্যাসলাইট' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা ডিজনি প্লাস হটস্টারে মুক্তি পেয়েছিল। 'অ্যায় ওয়াতান মেরে ওয়াতান' ছাড়াও, অভিনেত্রীকে হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত 'মার্ডার মুবারক' এ দেখা যাবে। ছবিতে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতেও দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে। এ ছাড়াও অভিনেত্রীর লিস্টে অনুরাগ বসুর 'মেট্রো ইন দিনোও' রয়েছে। যেখানে তাকে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে দেখা যাবে।

আবু সাঈদের ছবি পোস্ট করে ফেসবুকে আবেগঘন স্ট্যাটাস অভিনেত্রী স্বস্তিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদের আঁকা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ভারতীয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি লিখেছেন, অস্থির লাগছে। আমিও তো সন্তানের মা। আশা করব বাংলাদেশ শান্ত হবে।

১৮ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে দেয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের পোস্টে তিনি লিখেছেন, '...একটা ভিডিও দেখলাম, গুলির ধোঁয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আক্রান্ত। ছাত্র বয়স গেছে সেই কবে, তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় খুব কাছাকাছি। কাঠগোলাপের গাছগুলো এবং কেমন এক রকম। এক রকম আকাশের মেঘগুলোও। কেবল আজ ওখানে বারুদের গন্ধ।'

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঢাকায় এসেছিলেন স্বস্তিকা। তিনি লিখেছেন, 'এই তো কয়েক মাস আগে বাংলাদেশে গেলাম, খুব ইচ্ছা ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার। চারুকলা (ঢাবি) যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, জীবনের একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। প্রতিবার আসি, ব্যস্ততায় যাওয়া হয় না, মা-ও খুব যেতে চাইতেন বাংলাদেশ, নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

স্বস্তিকা আরো লেখেন, 'অমন সুন্দর করে সারা রাস্তাজুড়ে ভাষার আলপনা আর কোথায় দেখব? নয়নজুড়ানো দেয়াল লেখা? এ বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধের শপথ নেয়া একটা জাতির পক্ষেই সম্ভব।'

ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে কবীর সুমনও কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, '...বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে পারি না। থেকেছি কয়েক দিন, আর পারছি না। কিন্তু অবস্থাটা যে ঠিক কী, কী কী কারণে এমন হলো এবং হচ্ছে, কারা যে এতে জড়িত, তাও তো ঠিকমতো জানি না। তাও করজোড়ে সব পক্ষকে মিনতি করছি, অনুগ্রহ করে হিংসা, হানাহানি বন্ধ করুন। ঢাকা সরকারকে অনুরোধ করছি, বাংলা ভাষার কসম, শান্তি রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনাদের ছাত্রবাহিনী যেন হিংসার আশ্রয় না নেয়।'

শুধু নামকরণই নয়, 'মেন্টর' গৌতম গম্ভীর যে ভাবে বদলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেনকে ...

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় দলের কোচ হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। শ্রীলঙ্কা সফর থেকেই গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু। একই ভাবে টি-টোয়েন্টি কয়াপ্টেন হিসেবে নতুন সফর শুরু হবে সূর্যকুমার যাদবের। এর আগেও টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তবে সেটা ছিল স্টপগ্যাপ। বিরাট কোহলি নেতৃত্ব ছাড়ার পর তিন ফরম্যাটেই স্থায়ী কয়াপ্টেন করা হয় রোহিত শর্মাকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। সূর্যকুমার যাদবও। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই এই ফরম্যাটে দেশের হয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন রোহিত, বিরাট, জাডেজা। রোহিতের পর টি-টোয়েন্টিতে কে কয়াপ্টেন হবে এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এগিয়ে ছিলেন সহ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াই। কিন্তু কোচ গৌতম গম্ভীর পরিষ্কার করে দেন, তাঁর ফিট ক্যাপ্টেন চাই। সূর্যকুমার যাদবকে কয়াপ্টেন করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সূর্যকেই স্থায়ী ক্যাপ্টেন রাখা হবে টি-টোয়েন্টিতে। গম্ভীরের সঙ্গে সূর্যর বাঁধন নতুন নয়। নামকরণ থেকে তাঁর প্রতিভা খুঁজে বের করা, গম্ভীরের অবদান অনেক।

সূর্যকুমার যাদবের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ৩০ বছরে! যা অনেককেই অবাক করে। আবার অনেককে প্রেরণা জোগায়। শুরুর দিনের কথা ভোলেননি সূর্য। প্রথমে আসা যাক তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে। ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদবই সে কথা বলেছিলেন। তাঁর নাম কী ভাবে স্কাই হল? সূর্যর কথায়, '২০১৪ সালে আমি কেকেআরে যোগ দিয়েছিলাম। একদিন গৌতি ভাই পিছন থেকে স্কাই স্কাই ডেকেই চলেছে। আমি এতটা খেয়াল করিনি। তারপর বলে, ভাই তোকেই ডাকছি। তোর নামের ইনিশিয়াল তো দেখ!'

সূর্যর ঝ কুমারে ক এবং যাদবের ণ মিলিয়ে স্কাই হচ্ছে। সেই থেকেই গম্ভীরের নামকরণ। তারপর এই নাম ছড়িয়ে পড়ে। এখন কার্যত সকলেই তাঁকে স্কাই বলে ডাকেন। গৌতম গম্ভীর কীভাবে সূর্যকে বদলে দিয়েছিলেন? সূর্যর কথায়, 'বলা যেতে পারে, গৌতি ভাই প্রথম বুঝেছিল, আমার মধ্যে ভালো প্লেয়ার হওয়ার রসদ রয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে কেকেআরে যোগ দিই। গৌতি ভাইয়ের মনে হয়েছিল, আমাকে যদি একে একটু গাইড করে, আরও দক্ষ হয়ে উঠব।'

কেকেআরে যোগ দেওয়ার পর দ্বিতীয় মরসুমেই সূর্যকে ভাইস কয়াপ্টেন করা হয়েছিল। গৌতম গম্ভীর পরবর্তীতে বলেছিলেন, কেকেআরে তাঁর সবচেয়ে বড় আপশোস, সূর্যকুমার যাদবকে ছেড়ে দেওয়া। গৌতম গম্ভীরের থেকে শুধুই যে ভালোবাসা পেয়েছেন তা নয়। ভুল করলে বকাও জুটেছে! সূর্যর কথায়, 'অনেক বার বকা খেয়েছি। তবে বলার ধরণ একই থাকে। বার্তা পৌঁছনো প্রধান লক্ষ্য। সেটা বকা দিয়ে বলছে নাকি ভালোবেসে, কথার টোন নিজেকে বুঝে নিতে হবে।' ভারতীয় ক্রিকেটে এ বার সেই বন্ধনটাই দেখা যাবে।

রদ্রিঃ শারীরিক শক্তির ঘাটতির

অজুহাতে ছাড়তে হয়েছিলো ক্লাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুন, এই সময়টাতে যতগুলো ম্যাচ তিনি খেলেছেন তার মধ্যে হেরেছেন মাত্র ৪টি ম্যাচ। এই সময়ে জিতেছেন ৮টি শিরোপা, জিতেছেন ৪টি টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। মানে যতগুলো ম্যাচ হেরেছেন তার দ্বিগুন শিরোপা জিতেছেন।

বলছি স্প্যানিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রিগো হার্নান্দেজ এর কথা, সংক্ষেপে আমরা যাকে চিনি রদ্রি নামে। সদ্য শেষ হওয়া ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জিতেছেন তার দেশের হয়ে। রেকর্ড গড়েছে স্পেন, সেই সাথে রেকর্ড গড়েছেন তিনিও। ফুটবলের পরাশক্তি জার্মানিকে পিছনে ফেলে স্পেন এখন সর্বোচ্চ ইউরো জয়ী দেশ। সেই সাথে এবারের আসরের খেলোয়াড়দের ব্যাক্তিগত সব পুরস্কারও তুলে নিয়েছে স্পেন।

ফাইনালের ম্যাচ সেরা হয়েছেন নিকো উইলিয়ামস, টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড় হয়েছেন লামিনে ইয়ামাল, সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন যৌথভাবে দানি ওলমো, এবং টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় পুরস্কারটি পেয়েছেন রদ্রি নিজে।

নিজের দেশকে ইউরোপ সেরা করার আগে নিজের ক্লাবকে করে এসেছেন ইংল্যান্ড সেরা। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে লীগের শেষ রাউন্ডে গিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করে তার ক্লাব ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা শেষ ম্যাচটি হারলে শিরোপাও হাতছাড়া করে ফেলতো। কিন্তু ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে ৩-১ এর জয় তুলে নেয়, যেখানে একটি গোল আসে রদ্রির পা থেকেই।

একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের কাজ হচ্ছে দলের রক্ষণে ভারসাম্য রাখা, প্রতিপক্ষের গোল স্কোরারকে সব সময় নজড়ে রাখা, ডিফেন্ডারদের অবর্তমানে তাদের পজিশনকে রিপ্লেস করা, মধ্যমাঠকে নিয়ন্ত্রণ করা, কাউন্টার অ্যাটাককে মাঝমাঠেই রুখে দেয়া।

রদ্রি এমন একজন খেলোয়াড়, যিনি তার ডিফেন্সের পাশাপাশি বল ক্যারি করেন, পসেশন ওন করে, বিল্ডাপে সহযোগীতা করে, বল ডিস্ট্রিবিউট করে। সে একজন ফিজিক্যালি স্ট্রং, ট্যাকেল এবং ডুয়েলেও স্ট্রং। পাশাপাশি তার পাসিং এবং ভিশনও অত্যন্ত স্ট্রং, ডিপ্লায়িং প্লে মেকার হিসেবেও অপারেট করতে পারে।

এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে রদ্রি গোল করেও দলকে জয় তুলে দিতে পারেন। গত মৌসুমে দলের হয়ে লীগে করেছেন ৮ গোল, ৯ এসিস্ট। দলের প্রিমিয়ার লীগ জয়ে তার ভূমিকা ছিলো অনবদ্য।

ইঞ্জুরি নামক এক ভয়ংকর দানব অসংখ্য খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিয়েছে। বারবার ইঞ্জুরির জন্য রিদম ধরে রাখাটাও কষ্টকর। ফুটবলে ইঞ্জুরি একটা সাধারণ ব্যাপার। এর মধ্যে যারা নিজেদের সচেতনতার সাথে ফিট রাখতে পারেন, রদ্রি তাদের একজন। তার ফিজিক্যাল ফিটনেস অসাধারণ। গত মৌসুমে লীগে ৩৮ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪ টি ম্যাচ মিস করেছেন, যার মধ্যে ১ টি ছিলো আবার কার্ড সাসপেশন। ৩৪ টি ম্যাচেই তাকে মাঠে পাওয়া গেছে। তার আগের সিজনেও ৩৮ টির মধ্যে ৩৬ ম্যাচ মাঠে ছিলেন।

শুধু যে লীগেই ভালো তা নয়, ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর চ্যাম্পিয়ন্স লীগেও রদ্রি থাকেন সর্বদা ফ্রন্ট লাইনার। করেছেন ১ গোল, ২ এসিস্ট।

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্সলীগের ফাইনালের একমাত্র গোলটিও আসে তার পা থেকে, এবং ম্যাঞ্চেষ্টার সিটি জিতে ক্লাব ইতিহাসের প্রথম ইউসিএল শিরোপা, একই সাথে সম্পন্ন করে ট্রেবল। উয়েফা সুপার কাপের ফাইনালে একমাত্র গোলের সহযোগী ছিলো রদ্রি।

পেপ গার্দিওলার মতে বর্তমান বিশ্বের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের তালিকা করলে সর্বপ্রথম নামটাই আসবে রদ্রির। লিজেন্ড রিও ফার্দিনান্দ এর মতে রদ্রি প্রিমিয়ার লীগ ইতিহাসের সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।

২৮ বছর বয়সি এই ভার্সেটাইল মিডফিল্ডারের জন্ম স্পেনের রাজধানি মাদ্রিদে। ফুটবলের শুরুটাও লোকাল ক্লাব আথলেতিকো মাদ্রিদের যুব একাডেমি থেকে। ল্যাক অব ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অর্থাৎ শারীরিক শক্তির ঘাটতির অজুহাতে ২০১৩ সালে আথলেতিকো রদ্রিকে ছেড়ে দেয় ভিয়ারিয়ালের কাছে।

পরবর্তিতে তার উন্নতি দেখে আথলেতিকো মাদ্রিদ আবারও বাই ব্যাক অপশন দিয়ে ফেরত আনে তাকে। এক বছর পরেই পেপ গার্দিওলা তাকে সাড়ে ৬২ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে ম্যাঞ্চেষ্টারে নিয়ে আসেন।

রদ্রিগোর স্ট্যাট, শিরোপা, ব্যাক্তিগত অর্জনের রেকর্ড দিয়ে অনেকেরই ধারণা এবছরের ব্যালন ডি অর পুরস্কারও হয়তো তার হাতে উঠতে যাচ্ছে।

ডি মারিয়ার অবসরের কারণ জানালেন স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় দলের হয়ে খেলে যাচ্ছেন এঞ্জেল ডি মারিয়া। অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে তার। কোপা আমেরিকার ফাইনালের মধ্য দিয়েই আর্জেন্টিনার হয়ে ফুটবল অধ্যায়ের ইতি টানবেন সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

আর্জেন্টিনার ইতিহাসে ডি মারিয়ার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অলিম্পিকের ফাইনাল, কোপা আমেরিকার ফাইনাল, বিশ্বকাপের ফাইনালে তার পা থেকেই এসেছিল গোল। যা আর্জেন্টিনার অন্য কোনো ফুটবলারের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

বিদায়বেলায় আর্জেন্টিনার এই তারকা ফুটবলারের স্ত্রী জর্জেলিনা কারডোসো জানালেন ডি মারিয়ার অবসর নেওয়ার কারণ। আর্জেন্টাইন স্ট্রিমিং চ্যানেল 'বন্দি'-তে দেওয়া এক টিভি অনুষ্ঠানে কারডোসো বলেন, 'আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ বলতে গেলেই আমি ব্যথিত হয়ে পড়ব। আমি তাকে ছাড়া জাতীয় দল কল্পনা করতে পারি না। শুধু এঞ্জেল বলে না সে বলেছে, সে এভাবে সামনে থেকেই বিদায় নিতে চায়।'

'আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি এভাবে বিদায় নিতে পারো না। কারণ তুমি এখনো অনেক ভালো খেলছো, মানুষ তোমাকে ভালোবাসে।' সে আমাকে বলেছে, 'না আমি এভাবেই মাথা উঁচু করে বিদায় নিতে চাই। আমি চাই না কেউ আমার থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এখন অনেক তরুণ ফুটবলার এসেছে, যারা অনেক ভালো করছে। সে জানে কী বলতে হবে এবং সে সঠিক। এটা অনেক ভালো সিদ্ধান্ত এভাবে বিদায় নেওয়া।'

কারডোসো ডি মারিয়া সম্পর্কে আরও বলেন, 'আমার মনে হয়, সে কখনোই বিদায় নিতে চায়নি কিন্তু আমার মনে হয়েছে এখনই বিদায় নেওয়াটাই ভালো। তার এমন বিদায় প্রাপ্য। তার অন্য কোনোভাবে বিদায়ের সুযোগ নেই। তার বিদায়টা অনেক কষ্টকর হবে। আমরা শুধু প্রহর গুনছিলাম। তিনটা বাকি ম্যাচ, দুইটা ম্যাচ বাকি। এখন একটি বাকি। পীড়াদায়ক এটি।'

ডি মারিয়ার বেনফিকা ছেড়ে শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে আসার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই। এই ৩৬ বছর বয়সির স্ত্রী কারডোসো সে সম্পর্কে বলেন, 'সে সকল সিদ্ধান্তকে পেছনে ফেলে শুধু কোপা আমেরিকা নিয়েই ভাবতে চেয়েছে।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর প্রসঙ্গে যা বললেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে নিজের অধিনায়কত্বে পূর্ণতা দিয়েছেন রোহিত শর্মা। ভারতকে দিয়েছেন দীর্ঘ ১৩ বছর পর কোনো বৈশ্বিক শিরোপা। দীর্ঘদিনের শিরোপাখরা কাটানোর পরই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন এই ভারতীয় অধিনায়ক। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এখনই বিদায় বলছেন না মিস্টার হিটম্যান। ওয়ানডে ও টেস্ট ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন। ঠিক কতদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তাকে দেখা যাবে, এমন প্রশ্ন উঠেছিল রোহিতের সামনে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে দেশে ফেরার পর কয়েকদিন বিশ্রামে থেকে ফের যুক্তরাজ্যে উড়াল দেন রোহিত। টেনিসের জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট উইম্বলডনের মাঠেও তাকে হাজির হতে দেখা যায়। তবে এরই মাঝে ডালাসের একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় তারকার দেওয়া বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই অনুষ্ঠানটি ঠিক কোনো সময়ের সেটি অবশ্য জানা যায়নি।

বিশ্বকাপ জেতার পর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিদায় জানানোর জন্য এর চেয়ে ভাল সময় পেতাম না। আমার শেষ ম্যাচ ছিল ওটা। এই ফরম্যাটে খেলা শুরুর পর থেকে সময়টা উপভোগ করেছি। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। তাই ট্রফিটা জেতার জন্য মরিয়া ছিলাম।'

এর পরেই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খোলেন রোহিত। যদিও ঠিক কতদিন ওয়ানডে ও টেস্টে খেলা চালিয়ে যাবেন সেটি স্পষ্ট করেননি। তিনি বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে খুব বেশি দূরে তাকাতে চাই না। তাই নিশ্চিতভাবেই আরও অন্তত কিছুটা সময় আপনারা আমাকে ক্রিকেট খেলতে দেখবেন।'

আলোচনায় উঠে আসে বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রসঙ্গও। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারতে হারতে কীভাবে জিতেছিলেন তারা, তা বর্ণনা করেন ভারতের অধিনায়ক, ;সেই মুহূর্তে মাথা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতির ওপর মনোযোগ রেখেছিলাম। আমাদের তখন মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার ছিল। ওদের যখন ৩০ বলে ৩০ রান দরকার ছিল, তখন চাপে পড়ে যাই ঠিকই। কিন্তু পরের পাঁচ ওভারে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি মাথা ঠান্ডা রাখলে কী কাজ করা সম্ভব।'

ক্যারিবীয় দ্বীপ বার্বাডোজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারায় ভারত। এর মধ্য দিয়ে এই সংস্করণে ১৭ বছর পর দ্বিতীয় শিরোপা জিতলেন রোহিত-কোহলিরা। তবে এরপরই রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাদেজাও এই ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। স্বভাবতই তাদের অনুপস্থিতিতে যে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে সেটি পূরণে যথেষ্ট শক্ত লাইনআপ আছে ভারতীয় দলে।

প্রসঙ্গত, রোহিত ভারতীয় জার্সিতে ১৫৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। যেখানে পাঁচটি সেঞ্চুরিসহ ৪২৩১ রান করেছেন এই হার্ডহিটার ওপেনার। আন্তর্জাতিক ফরম্যাটটিতে তার সেঞ্চুরির সংখ্যা সর্বোচ্চ। এর আগে ২০০৭ সালে বিশ্বকাপ দলের সদস্য ছিলেন, এবার ২০২৪ আসরে শিরোপায় নিজেই নেতৃত্ব দিলেন রোহিত।

শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা, পিছিয়ে ব্রাজিল-পর্তুগাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। টানা শিরোপা জয়ে 'অনড়' তাদের সিংহাসন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তারা। বড়সড় লাফ দিয়েছে স্পেন, কলম্বিয়া। তবে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে এক সময়ের দাপুটে দল ব্রাজিলের।

স্বপ্নীল এক সময় কাটাচ্ছে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ারা এখন সর্বজয়ী। সর্বশেষ কোপা আমেরিকা জিতে কোপা-বিশ্বকাপ-কোপার ঐতিহাসিক ট্রেবলও নিজেদের করে নিয়েছে। ধরে রেখেছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও একচেটিয়া আধিপত্য।

ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তালিকায় বৃহস্পতিবার দেখা যায় শীর্ষেই আছে আর্জেন্টিনা। তবে প্রতিনিয়ত নিজেদের আরও ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তারা। দলটির রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ৪১.৩৪। সব মিলিয়ে মেসির দলের রেটিং পয়েন্ট এখন ১৯০১.৪৮।

১৫ মাস ধরে শীর্ষস্থান রাখা আর্জেন্টিনার পর যথারীতি দ্বিতীয় স্থানে আছে ফ্রান্স। ফরাসিদের পয়েন্ট ১৮৫৪.৯১। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশ বড় লাফ দিয়েছে ইউরোজয়ী স্পেন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে তিনে উঠে এসেছে তারা। চার নম্বরে ইউরোর ফাইনাল খেলা ইংল্যান্ড।

র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে রয়েছে আরেকটি চমক। কোপার ফাইনালে ওঠার পুরস্কারস্বরূপ নয়ে উঠে এসেছে কলম্বিয়া। হামেস রদ্রিগেজের দল দুই বছর পর শীর্ষ দশে উঠে এসেছে।

তবে অবনতি হয়েছে ব্রাজিল ও পর্তুগালের। ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ায় দুই ধাপ অবনমন হওয়া পর্তুগিজরা আছেন ৮ নম্বরে। আর কোপার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয়া ব্রাজিল এক ধাপ নিচে নেমে গেছে। আছে পাঁচে।

তবে গত এক মাস কোনো ম্যাচ না খেলেও উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। এক ধাপ এগিয়ে জামাল ভূঁইয়ার দলের বর্তমান অবস্থান ১৮৪ তম।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR